মণ্ডলীতে বিশ্বাসীদের প্রেম-বন্ধন

প্রেরিত-শিষ্য যোহনের প্রথম পত্র ২ অধ্যায় ৭-১১ পদ

আমরা কেউই পরীক্ষা ভালোবাসি না। কিন্তু পরীক্ষার গুরুত্বকেও আমরা কেউ উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ, এই পরীক্ষার দ্বারাই আমরা আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি। বিদ্যালয়ে আমি কতটা শিখেছি বা জেনেছি, তার মূল্যায়ন করার অন্যতম সাধারণ উপায় হল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। ঠিক একইভাবে, বিশ্বাসী আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সঠিক পথে চলছি কি-না, তা জানবার পরীক্ষাও আছে।

প্রথম যোহন পত্রের বিভিন্ন উদ্দেশ্যর মধ্যে একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল, খ্রীস্টবিশ্বাসী তথা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সত্যি সঠিক সম্পর্কে আবদ্ধ কি-না, তা জানতে সাহায্য করা। বাইবেল আমাদের পরিষ্কারভাবে জানায় যে, আমরা যে অনন্তজীবন পেয়েছি, তা নিশ্চতভাবে জানবার একটি উপায় আছে। আর সেই উপায় হচ্ছে, **সেই জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা,** যা ঈশ্বর জ্ঞানের উপর এবং যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে সেই জীবনের অভিজ্ঞতার উপর স্থাপিত। **ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে কী প্রকার জীবন আশা করেন,** সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা এশিয়া মাইনরের একটি মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত-শিষ্য যোহনের লেখা এই ছোট্ট পত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

২ অধ্যায় ৩-৬ পদে, খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা খ্রীস্টকে সত্যি জানি কি-না, তা জানবার একটি পরীক্ষার কথা যোহন আমাদের বলেছে : *"আমরা এতে জানতে পারি যে, তাঁকে জানি, যদি তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করি।"* অর্থাৎ, **আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা খ্রীস্টকে জানি বা আমরা তাঁতে আছি,** এই প্রশ্নের উত্তরে যোহন **ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার জীবনকে** নির্দেশ করেছে। কারণ তাঁকে যদি আমরা জানি, তাহলে আমরা তাঁর আজ্ঞা সকলও পালন করি।

২ অধ্যায় ৭-১১ পদে, যোহন এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছে : **সহবিশ্বাসীকে ভালোবাসা**। যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় পথ চলি, তখন আমরা ভালোবাসায়ও পথ চলি। বিশ্বাস জীবনের একটি প্রাথমিক নীতি হল, **বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঈশ্বরের সহভাগিতা যখন বিঘ্নিত হয়, তখন বিশ্বাসীদের নিজেদের মধ্যেও সহভাগিতা বিঘ্নিত হতে বাধ্য।** মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা সকলে ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য; আর তাই, আমাদের উচিৎ একে অন্যকে ভালোবাসা। এই সত্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে যোহন তার পত্রের এই অংশে দুটি অঙ্গীকারের কথা বলেছে : একটি আজ্ঞার প্রতি অঙ্গীকার (৭-৮ পদ) এবং সহবিশ্বাসীর প্রতি অঙ্গীকার (৯-১১ পদ)।

১। একটি আজ্ঞার প্রতি অঙ্গীকার (৭-৮ পদ) : এখানে যোহন একটি আজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে, যা একাধারে **পুরাতন** আজ্ঞা এবং **নতুন** আজ্ঞা। এই কথা যখন আমরা শুনি, তখন উপরে উপরে আমরা মনে করতে পারি যে, যোহন আত্ম-দ্বন্দ্বের কথা বলছে। ৭ পদে, এই আজ্ঞা যে কোনও নতুন আজ্ঞা নয়, যোহন তার উপর জোর দিয়েছে : *"প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদের নতুন আজ্ঞা লিখছি না; বরং এমন পুরাতন আজ্ঞা লিখছি, যা তোমরা আদি থেকে পেয়েছ; তোমরা যে বাক্য শুনেছ, তা-ই এই পুরাতন আজ্ঞা।"* কিন্তু ৮ পদে, যোহন এই আজ্ঞার নতুনত্বের প্রতি জোর দিয়েছে : *"আবার আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা লিখছি, এই আজ্ঞা তাঁতে (যীশুতে) এবং তোমাদের (বিশ্বাসীদের) মধ্যে সত্য; কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে, এবং আসল আলো এখন প্রকাশ পাচ্ছে।"*

এর আগে আমরা দেখেছি যে, যোহন তাঁর এই পত্র সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেছে, যারা বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষার কবলে পড়েছিল। সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকরা একসময় তাদের মণ্ডলীরই সদস্য ছিল, কিন্তু এখন তারা যীশু খ্রীস্টকে বাদ দিয়ে পরিত্রাণ লাভের **নতুন জ্ঞান** বা পন্থা লাভ করায়, সেই মণ্ডলী থেকে তারা বেরিয়ে গিয়ে তাদের **নতুন সংগঠন** তৈরী করেছে (২:১৯)। এখন, সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের ভ্রান্ত শিক্ষার প্রেক্ষাপটে, যে শিক্ষাকে তারা নতুন আখ্যা দিয়েছে, যোহন এখানে যীশুর আজ্ঞা তথা ভালোবাসার আজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে।

যোহন এখানে যে আজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে, যাকে যোহন পুরানো হলেও নতুন আখ্যা দিয়েছে, তা হল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

প্রতিবেশি প্রেম বা সহবিশ্বাসীকে ভালোবাসা। এখন, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের একে অন্যকে ভালোবাসতে শুরু থেকেই আজ্ঞা দিয়েছিলেন : *"তুমি... নিজের প্রতিবেশিকে নিজের মতো প্রেম করবে"* (লেবীয় ১৯:১৮)। পুরাতন নিয়মের সর্বত্র এই আজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে; তাই প্রতিবেশি প্রেমের এই আজ্ঞার মধ্যে একদিক থেকে তেমন কোনও নতুনত্ব বা অভিনবত্ব নেই। কিন্তু অন্যদিকে, যীশু খ্রীস্ট তাঁর পার্থিব জীবনের দ্বারা এই ভালোবাসাকে এমনভাবে লোকদের সামনে দৃশ্যগ্রাহ্য উপায়ে উপস্থাপন করেছিলেন যে, তার আগে কেউ কখনও ভালোবাসার এমন অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি। খ্রীস্টের ক্রুশের দ্বারা ঈশ্বর সর্বসমক্ষে তাঁর এই ভালোবাসার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্য **নতুন করে প্রদর্শন করেছেন**। এর আগে আমাদের প্রতি এমন বিস্ময়কর, আত্মত্যাগের গভীর ভালোবাসা কেউ কখনও দেখায়নি। তাই, খ্রীস্টের পার্থিব জীবন তথা ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা ভালোবাসার এই আজ্ঞা **নতুন আকার** ধারণ করেছিল।

তাই, তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে শেষ ভোজে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে, যীশু তাঁর নত-নম্রতার পার্থিব জীবন ও আগামী ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, (যার দ্বারা তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে তাঁর প্রেমের গভীরতা প্রকাশ করেছেন), শিষ্যদের একটি **নতুন আজ্ঞা** দেবার কথা বলেছিলেন (যদিও তা প্রকৃত অর্থে ছিল পুরানো)। আর সেই নতুন আজ্ঞাটি হল: *"এক <u>নতুন আজ্ঞা</u> আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদের প্রেম করেছি, তোমরাও তেমনই পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখো, তবে তাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য"* (যোহন ১৩:৩৪-৩৫ পদ)। আবার যোহন ১৫:১২ পদে যীশু বলেছেন, *"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদের প্রেম করেছি।"*

এখন, যীশু যদিও তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ লগ্নে তাঁর শিষ্যদেরকে এই প্রেমের গভীরতা ও বিষয়বস্তু বর্ণনা করে, একে <u>নতুন আজ্ঞা</u> আখ্যা দিয়েছিলেন; কিন্তু যীশুর এই আজ্ঞা তাঁর প্রেরিত-শিষ্য যোহনের প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে এশিয়া মাইনরের এই মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা পূর্বেই জেনেছিল। তাই, তা তখন সেই সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, বা সেই আজ্ঞা তারা পূর্বেই শুনেছিল। এই কারণে, যীশুর দ্বারা এই আজ্ঞা উক্ত হবার কয়েক দশক পরে যোহন যখন এই পত্র লিখেছিল, তখন এই পত্রের পাঠক, তথা সেই মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে এই আজ্ঞা কোনও **নতুনত্ব বা অভিনবত্বের অধিকারী ছিল না**। তাই, যোহন এই আজ্ঞার কথা উল্লেখ করার আগে স্পষ্ট করে তাদের জানিয়েছে যে, যোহন (সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের ন্যায়) তাদের কোনও নতুন আজ্ঞা বা শিক্ষা দিচ্ছে না, কিন্তু এর আগে যীশুর যে আজ্ঞা তাদের শেখানো হয়েছে, সেই পুরাতন আজ্ঞাই তাদের দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এই **আজ্ঞা পুরানো, কারণ এই আজ্ঞা এর আগে তাদের কাছে প্রদান করা হয়েছে**।

কিন্তু এই আজ্ঞার কথা যোহন যখন তাদের কাছে লিখছে, তখন **সেই আজ্ঞার সত্যতা ও বাস্তবতা খ্রীস্ট এবং বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে**। আর এই অর্থে, এই আজ্ঞাকে যোহন তার পাঠকদের কাছে **'নতুন'** আখ্যা দিয়েছে। অতীতে প্রদত্ত হলেও, এই আজ্ঞা নতুন থেকে গেছে, কারণ এই আজ্ঞার সত্যতা যীশু খ্রীস্ট ও তাঁর অনুসরণকারীদের জীবনে ক্রমশ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তাই, ২:৮ পদে, যোহন লিখেছে, *"আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা লিখছি, এই আজ্ঞা তাঁতে (যীশুতে) ও তোমাদের (বিশ্বাসীদের) মধ্যে সত্য।"* নতুন নিয়মের *Translator's New Testament (TNT)* অনুবাদে, এই পদকে এইভাবে অনুবাদ করা হয়েছে, *"তথাপি আমি তোমাদের যে আজ্ঞার কথা লিখছি, তা নতুন; কারণ এর সত্যতা খ্রীস্ট ও তোমাদের মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে।"* অর্থাৎ, যীশু খ্রীস্ট তাঁর পার্থিব জীবন ও ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা এই প্রেমকে নতুন আকারে আমাদের কাছে প্রদর্শন করেছেন (যোহন ১০:১৪-১৮; ১৫:১২-১৫); এবং সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি তাঁর শিষ্যদের জীবনেও প্রদর্শিত হয়ে চলেছে। সহজ কথায়, এই আজ্ঞার পূর্ণতা যীশু খ্রীস্ট ও তাঁর শিষ্যদের জীবনে প্রদর্শিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই আজ্ঞা নতুন, কারণ এই আজ্ঞা এখন এমনভাবে পূর্ণ হয়ে চলেছে যে, এর আগে কখনও তা এইভাবে সাধিত হয়নি।

তাই, একে যোহন অন্ধকার ঘুচে যাওয়া ও আলোর প্রকাশের সঙ্গে তুলনা করেছে, *"কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে, এবং আসল আলো এখন প্রকাশ পাচ্ছে"* (৮খ)। এখানে অন্ধকার বলতে সেই সময়কে নির্দেশ করা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

হয়েছে, যখন মানুষরা *এইভাবে একে অন্যকে প্রেম করেনি*; এবং আসল আলো বলতে সেই নতুন যুগকে নির্দেশ করা হয়েছে, যখন *খ্রীস্টের অনুসরণে প্রকৃত প্রেম প্রদর্শিত হয়ে চলেছে*। এখানে যে ছবির কথা বলা হয়েছে, তা হল, রাতের অন্ধকারের পৃথিবীতে যীশুর পার্থিব জীবন ও ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা ভোরের প্রথম আলো ফুটেছে; এবং সেই আলো বিশ্বাসীদের পরস্পর ভলোবাসার জীবনের দ্বারা ক্রমশ বিস্তীর্ন অঞ্চল অধিকার করে চলেছে।

যীশুর পার্থিব জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সবথেকে দরিদ্র ব্যক্তি ও সবথেকে বড় পাপীও যীশুর প্রেমের স্পর্শ লাভ করেছিল। কোনও বাধাই তাঁর প্রেমকে প্রতিহত করতে পারেনি। তিনি তাঁর শত্রুদের পর্যন্ত ভালোবেসেছিলেন। আর তাই, তাঁর জীবন ঈশ্বরের প্রেমকে সম্পূর্ণ নতুন অর্থে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছিল। তাঁর সেই জীবনকে ভিত্তি করে তিনি যখন বিশ্বাসী আমাদের পরস্পর প্রেম করার নতুন আজ্ঞা দিয়েছেন, তখন আমাদের দায়িত্ব আমরাও যেন পরস্পর তাঁর ন্যায় প্রেম করি। যাদেরকে ভালো লাগে, কেবল তাদের নয়; এমনকি যাদেরকে দেখলে শজারু বলে মনে হয়, তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে। কিন্তু তা যে কতখানি কঠিন, তা আমরা সকলে জানি; আর তাই এর জন্য প্রয়োজন **ঈশ্বরের প্রেম**। এই কারণেই যোহন তার গ্রীক ভাষার চিঠিতে, এই প্রেমের জন্য *"আগাপে"* শব্দকে ব্যবহার করেছে (১০ পদ)।

২। <u>**সহবিশ্বাসীদের প্রতি অঙ্গীকার (৯-১১ পদ)**</u> : ৮ পদে আমরা দেখেছি যে, যোহন এই নতুন আজ্ঞার সঙ্গে প্রকৃত আলোর সম্পর্কের কথা বলেছে। এখন, এই নতুন আজ্ঞার সঙ্গে আলোর সম্পর্ক থাকায়, এর যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তা আমরা ৯ পদে দেখতে পাই : ***"যে বলে, আমি আলোতে আছি, কিন্তু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে আছে"*** (৯ পদ)। এর আগে ১:৬ পদে আমরা দেখেছি যে, যোহনের বিপক্ষ, তথা সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকরা দাবী করেছিল যে, তারা আলোতে আছে; কিন্তু তারা সহবিশ্বাসীদের ভালোবাসতে পারেনি, বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলে নিজেদের বড়াই করে তারা নিজেদের পৃথক করেছিল। ২:১৯ পদে তাদের বিষয় আমরা আরও জানতে পারি যে, তারা মণ্ডলী ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে, আসলে তারা কোনও দিনই মণ্ডলীর অংশ ছিল না।

কিন্তু, যোহন এখানে এই কথা সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলছে। যোহন এখানে যে প্রেম বা ঘৃণার কথা বলেছে, তার অর্থ হল, অন্যের প্রয়োজনে সেবা বা সাহায্য, এমনকি তার জন্য আত্ম-ত্যাগও নিহিত। কারণ, আমি যদি তার সেই প্রয়োজনে সাহায্য করতে আগ্রহী না হই, তার অর্থ আমি নিজেকে তার থেকে বেশি ভালোবাসি; যার অর্থ আমি তাকে ঘৃণা করি। এখন, যোহন যেহেতু এই কথা একটি মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লিখছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই ছোট্ট গোষ্ঠীর বিশ্বাসীরা একে অন্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। তাদের সেই সমস্ত প্রয়োজনের কথা জানা সত্ত্বেও যখন তারা তাদের সেবা বা সাহায্যের হাত সহ-বিশ্বাসীদের প্রতি বাড়িয়ে দেয় না, তখন তার থেকে বুঝতে হবে যে, তারা এখনও অন্ধকারেই আছে, তারা খ্রীস্টবিশ্বাসী নয়। মণ্ডলীর ভিতরে থেকেও যদি আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করি, তাহলে আমরাও মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের মতো অবিশ্বাসীরই আচরণ করছি।

৯ পদের ব্যাখ্যা আমরা ১১ পদে দেখতে পাই, যেখানে যোহন লিখেছে, ***"যে নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে অন্ধকারে আছে, এবং অন্ধকারে চলে, আর কোথায় যায়, তা জানে না, কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে।"*** যোহন ১২:৩৫ পদে যীশুর কথাকে অনুসরণ করে, যোহন তার পাঠকদের বলেছে, যে অন্ধকারে চলে, সে কোথায় যাচ্ছে, তা জানে না; কী করতে হবে, তা জানে না; কীভাবে পরিত্রাণের পথের সন্ধান পাওয়া যায়, তা জানে না। অন্ধকারকে পছন্দ করার দ্বারা তার হৃদয় এতোখানি কঠিন হয়ে পড়েছে যে, সে ঈশ্বরের রবকে চিনতে পারে না, পাপের আরও গভীর খাতে সে পতিত হয়। এইভাবে পাপের অতলে তলিয়ে যেতে ঈশ্বর যখন তাদের অনুমতি দেন, তখন এমনই ঘটে থাকে (যোহন ১২:৪০)।

পরিবর্তে, আমরা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হই, তাহলে, আমাদের আচরণ হবে তার মতো, ***"যে নজের ভাইকে প্রেম করে, সে আলোতে থাকে, এবং তার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নেই"*** (১০ পদ)। ***"যে তার ভাইকে প্রেম করার <u>কথা বলে,</u>"*** সে না; কিন্তু ***"যে তার ভাইকে <u>প্রেম করে,</u>"*** সে-ই প্রকৃত বিশ্বাসী। অর্থাৎ, যোহন এখানে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সক্রীয় প্রেমের কথা বলেছে, প্রেমের বকবকানির কথা নয়। এই সত্যের বাস্তব নিদর্শন হল, **যে সত্যি তার ভাইকে প্রেম করে, সে তার সেই প্রেমের কথা বলে বেড়ায় না**। এখন, তারাই হল প্রকৃত বিশ্বাসী, তারাই আলোতে পথ চলছে, তারা অন্ধকার পথের বিপদের মধ্যে থাকে না।

এইভাবে, স্পষ্ট ভাষায় যোহন আমাদের কাছে তুলে ধরেছে যে, সহবিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার আচরণ আমাদের প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য। কিন্তু আমরা যদি সহবিশ্বাসীদের ঘৃণা করি, তাদের অবহেলা করি, অপছন্দ করি, অযথা সমালোচনা করি, দুঃব্যবহার করি, তুচ্ছ-জ্ঞান করি, তাহলে আমরা আলোতে, তথা খ্রীস্টেতে আমাদের জীবন-যাপন করছি না; খ্রীস্টবিশ্বাসের পক্ষে আমাদের স্বীকারোক্তি সত্য নয়। অবশ্য, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের যীশুর ন্যায় ভালোবাসার দ্বারাই আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হই বা আলোতে চলি। অন্যকে ভালোবাসার দ্বারা আমরা কখনও অলোতে চলতে সক্ষম হই না; কিন্তু খ্রীস্টের অনুগ্রহে আমরা যখন আলোতে চলার সুযোগ পাই, তখন আমরা অন্যকে ভালোবাসতে সক্ষম হই, কারণ এই ভালোবাসা **কেবল ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে**।

এইভাবে, আমরা যখন সহবিশ্বাসীদের ভালোবাসি, আমরা নিজেরা যেমন আমাদের চলার পথে উছোট খাই না; ঠিক একইভাবে আমরা অন্যদের বিশ্বাসের পথেও বিঘ্নস্বরূপ হই না। কিন্তু আমরা যখন মণ্ডলীতে একে অন্যকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হই, তখনই আমরা একে অন্যকে কষ্ট দিই, তাদের হৃদয়ে আঘাত করি, ফলস্বরূপ অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আজ আমাদের চার পাশে, এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়, যারা নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু মণ্ডলী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে। তাদের এই কাজের পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে; কিন্তু সহবিশ্বাসীদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে, তারা যদি মণ্ডলী ত্যাগ করে থাকে, তবে তা সংশোধনের অবশ্য প্রয়োজন আছে।

যোহন যে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশে এই পত্র লিখেছিল, তার বিশ্বাসীরা দলাদলি, মতান্তর ও বাদানুবাদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। পরিস্থিতি এতোখানি গুরুতর হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকে যীশুকে পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ হিসাবে স্বীকার করতে রাজি ছিল না; তারা বাইরে বেরিয়ে গেছিল। কিন্তু অবশিষ্ট যারা মণ্ডলীর মধ্যে আছে, তারাও একে অন্যের সমালোচনা, তথা ঘৃণা করছিল।

এখন, আমাদের সময়ে যদি এমন ঘটনা ঘটত, তাহলে সেই সমস্ত বিশ্বাসীরা কাছেই কোনও অন্য কোনও মণ্ডলীতে যোগ দিতে পারত। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর এই মণ্ডলী, যে মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি যোহন এই পত্র লিখছে, তাদের কাছে এই সুযোগ ছিল না। কারণ, তখন খ্রীস্টবিশ্বাসী গোষ্ঠী হিসাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল, পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ককে বজায় রাখা। কারণ তার দ্বারাই জগতের সকলে জানতে পারত যে তারা যীশুর শিষ্য (যোহন ১৩:৩৫)।

আমরা আমাদের মণ্ডলীর সহবিশ্বাসীদের কি ভালোবাসি? এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রশ্নের উত্তরই আমাদের বলে দেবে, আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী কি-না, আমরা ঈশ্বরকে জানি কি-না। আসুন, ব্যক্তিগতভাবে আমরা প্রত্যেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। যাদেরকে আমাদের মনে ধরে, কেবল সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের প্রেম করা নয়; কিন্তু সেই সমস্ত বিশ্বাসী যারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যাদের কারণে আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে, যারা আমাদের মুখের উপর মিথ্যা কথা বলেছে, আমরা কি তাদের ভালোবাসি? আমাদের নিজেদের শক্তিতে বা বুদ্ধিতে, তাদের কখনও ভালোবাসা সম্ভব নয়। তাদেরকে ভালোবাসতে হলে প্রয়োজন ঐশ্বরিক প্রেমের। আমরা কি সত্যিই সেই প্রেমের অধিকারী? এখন, এই প্রশ্নের দ্বারা নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করার পরিবর্তে, আসুন এই মুহূর্ত থেকে সেই সমস্ত সহবিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের প্রেমের প্রকাশ রাখি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)